যুগান্তর

তারিখ ... 18 NOV 2013 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ছাত্রলীগের হাতে বারবার অপদস্থ শেকৃবির রেজিস্ট্রার

শেকৃবি প্রতিনিধি

জনবল নিয়োগ নিয়ে বাণিজ্যের অভিপ্রায় হাসিল না হওয়ায় বারবার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের কাছে অপদস্থ হচ্ছেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. মোঃ মিজানুর রহমান। উপযুক্ত কারণ ছাড়াই ছাত্রলীগ বারবার তাকে নানাভাবে হেনস্থা করে আসছে। রেজিস্ট্রারের অপসারণের দাবিতে এক সপ্তাহ ধরে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ক্যাম্পাসে মোটরসাইকেল শোডাউন করে আসছে। ছাত্রলীগের কতিপয় নেতাকর্মী সম্প্রতি অতর্কিতভাবে তার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে অপমানিত করে কক্ষ থেকে বের করে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। রোববার নিজ কার্যালয়েই ঢুকতে পারেননি তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১৬ অক্টোবর গবেষণার কাজে সহায়তার জন্য অস্থায়ীভাবে ২৪ মৌসুমি কৃষি শ্রমিক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আর এ নিয়োগে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত লোক নিয়োগ দিয়ে বাণিজ্য করতে দীর্ঘদিন ধরে পাঁয়তারা করে আসছিল ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর থেকে নানাভাবে প্রশাসনকে চাপ প্রয়োগ করে আসছিল তাদের দেয়া তালিকা থেকে জনবল নিয়োগ দিতে। এরই মধ্যে ছাত্রলীগ তাদের পছন্দের লোকদের তালিকাও জমা দিয়েছে কর্তৃপক্ষের কাছে। জানা যায়, নিয়োগ নিয়ে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে না পারায়, অবশেষে তারা

রেজিস্ট্রার : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

রেজিস্ট্রার : অপদস্থ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বেশ কয়েকবার রেজিস্ট্রারকে অবরুদ্ধ করে রাখে এবং তার কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়। রেজিস্ট্রারকে অপসারণের বিষয়ে এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করে ছাত্রলীগ। আর চলমান নিয়োগ প্রক্রিয়াটিও স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। তবে এ বিষয়ে কোনো সমাধানে আসতে না পারায় রেজিস্ট্রার নিজেই ১৪ নভেম্বর তিনদিনের ছুটিতে যান। এদিকে ছাত্রলীগ রেজিস্ট্রারের অপসারণের দাবিতে অনড় থাকায় তিনদিনের ছুটি শেষে রোববার অফিস কক্ষে প্রবেশ করতে পারেননি রেজিস্ট্রার। এ বিষয়ে রেজিস্ট্রার ড. মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আলাদা নিয়োগ কমিটি রয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমি যুক্ত নই এবং নিয়োগ কমিটিরও আমি সদস্য নই। আমাকে অপদস্থ করার লক্ষ্যেই কতিপয় ছাত্র নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি করছে।